কলেজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ঢাকা মহানগরীর বেইলী রোডে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ নারী শিক্ষার জন্য একটি অনন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও শিক্ষার মৌলিক আবেদন নিয়ে কলেজটি ৫৪ বছর যাবৎ সুনাম ও কৃতিত্বের সাথে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এ কলেজে রয়েছে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সহ সুবিশাল দুটি ক্যাম্পাস যার সেতু বন্ধন তৈরী করেছে নিজস্ব একটি সংযোগ সেতু। ১৯৬৬ সালে শুরু হয়ে আজ উচ্চ মাধ্যমিক থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত প্রায় ৮০০০ জন ছাত্রীর কলকাকলিতে মুখরিত এ কলেজ। অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে শতভাগ পাশের রেকর্ড অর্জনসহ বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রীরা পর্যায়ক্রমে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ছাত্রীদের অধ্যয়নমনস্কতা, অধ্যবসায়, উচ্চাকাঙ্খা, অভিভাবকের আন্তরিক সহযোগিতা, সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ আমাদের এ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি এ কলেজের ছাত্রীরা বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে কলেজের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ সমূহের মধ্যে কলেজ পারফরম্যান্স র‍্যাংকিং এ সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ জাতীয় পর্যায়ে ২০১৬ সালে **সেরা মহিলা কলেজ** ও ২০১৭ সালে **দ্বিতীয় সেরা মহিলা কলেজ** হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া কলেজে শিক্ষার গুণগতমান, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন বিবেচনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ **মডেল কলেজ** হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কলেজের শিক্ষক মন্ডলীর নিরলস পরিশ্রম, নিবেদিত পাঠদান এবং সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ছাত্রীদের জীবন গঠন ও কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জনে দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কলেজে ২৫/৩০ জন ছাত্রীর জন্য রয়েছে একজন গাইড শিক্ষক। যিনি ছাত্রীদের একাডেমিক, আর্থিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। একাডেমিক উন্নয়নের পাশাপাশি একজন ছাত্রীকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন- বিতর্ক সংঘ, বিজ্ঞান পরিষদ, সাংস্কৃতিক পরিষদ, English Language Club, বাংলা ভাষা সংঘ। মাস্টার্সের ছাত্রীদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে ছয় মাস মেয়াদী Computer Course এর ব্যবস্থা। এছাড়া রয়েছে B.N.C.C. গার্ল গাইড ও রোভার স্কাউট দল। প্রকৃত দিক নির্দেশনার মাধ্যমের একজন পথভ্রষ্ট শিক্ষার্থী সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে। এজন্য রয়েছে Counselling Centre. ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারীবৃন্দ, অভিভাবকসহ গভর্নিং বডির সমন্বিত প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে আরও অনেক পদক্ষেপ।

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ পরিবার একজন ছাত্রীকে শুধুমাত্র নারী হিসেবে নয় বরং দেশ ও জাতির দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পারফরম্যান্স র‍্যাংকিংএ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে দেশসেরা মহিলা কলেজের পুরস্কার গ্রহণ করছেন সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ জনাব কানিজ মাহমুদা আকতার।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পারফরম্যান্স র‍্যাংকিং-২০১৭ এ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনি, এমপি এর নিকট থেকে সেরা মহিলা কলেজের পুরস্কার গ্রহণ করছেন সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ জনাব কানিজ মাহমুদা আকতার।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল কলেজ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ সালে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এর নিকট থেকে সনদ গ্রহন করছেন সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব কানিজ মাহমুদা আকতার।

সৈয়দ শহীদ উল্লাহ স্মৃতি বৃত্তি ঃ

দিলরুবা বেগম, প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা কর্তৃক তাঁর স্বামী-মৃত সৈয়দ শহীদ উল্লাহ, ফাল্গুনী ১৫/বি মীরবাগ, নয়াটোলা, ঢাকা ১২১৭ এর স্মৃতি রক্ষার্থে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা দান পূর্বক সৈয়দ শহীদ উল্লাহ স্মৃতি বৃত্তি তহবিল চালু করেন। প্রতি বছর উক্ত অর্থ দ্বারা অর্জিত মুনাফা থেকে ২ (দুই) জন ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

১) দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ছাত্রী এই বৃত্তি অর্জন করবে।

২) কলেজের সমাজকর্ম বিভাগে অনার্স ১ম বর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ছাত্রী এই বৃত্তি প্রাপ্ত হবে।

৩) উভয় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নম্বর/মান অর্জনকারী ছাত্রী দুই বা ততোধিক হলে বৃত্তি অর্থ সমানভাবে ভাগ করে দেয় হবে।

"লায়লাতুন নাহার মোস্তফা স্মৃতি বৃত্তি তহবিল" ঃ

জনাব নাসরীন আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা, কর্তৃক তার প্রয়াত মাতা লায়লাতুন নাহার মোস্তাফা এর স্মৃতি রক্ষার্থে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের জন্য লায়লাতুন নাহার মোস্তাফা স্মৃতি বৃত্তি তহবিল নামে একটি ট্রাস্ট তহবিল চালু করা হয়।

দাতা কর্তৃক চিরতরে প্রদত্ত ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা কোন লাভজনক ব্যাংকে বিনিয়োগ করে সুদ/মুনাফা/লভ্যাংশ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বাৎসরিক বৃত্তি বা অনুদান প্রদান করা হবে।

বৃত্তি বা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ ঃ

(ক) বাৎসরিক অর্জিত মুনাফা/সুদ/লভ্যাংশের অর্ধেক দ্বারা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখার (জীববিজ্ঞান বিষয়টি থাকবে) বা উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের এক জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীকে শিক্ষা ব্যয় মেটানোর জন্য বৃত্তি বা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হবে।

(খ) লভ্যাংশের বাকী অর্ধেক কলেজের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যয় মেটানোর জন্য অনুদান হিসাবে প্রদান করা হবে।

বৃত্তি পুরস্কার ও অনুদান ঃ

ফজলুল করিম স্মৃতি বৃত্তি ঃ

কলেজ পরীক্ষায় উঃ মাঃ ১ম বর্ষের ও ডিগ্রী পাস ১ম বর্ষের আন্তঃ পরীক্ষার ফলা ফলের ভিত্তিতে শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্রীকে ফজলুল করিম স্মৃতি বৃত্তি খাত থেকে স্নাতক, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, মানবিক শাখায় ১ম স্থান অধিকারীকে মাসিক ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক শাখায় ১ম স্থান অধিকারীকে মাসিক ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে এক বছরের সমপরিমাণ অর্থ এককালীন প্রদান করা হয়।

জামিন উদ্দিন আকন্দ স্মৃতি পুরস্কার ঃ

বাৎসরিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বাৎসরিক আন্তঃ ও বহিঃ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ অজর্নকারী তিনজন ছাত্রীকে জামিন উদ্দিন আকন্দ স্মৃতি পুরস্কার তহবিলের অর্জিত আয় থেকে পুরস্কার বাবদ ক্রেস্ট ও অর্থ প্রদান করা হয়।

কানিজ বাতুল স্মৃতি অনুদান ঃ এই কলেজের মেধাবী ও দুস্থ ছাত্রীকে এককালীন দেয়।

গুলশান আরা বেগম স্মৃতি বৃত্তি ঃ

জনাব জাওয়াহিরুল গনি, পিতাঃ মরহুম এম.এ.গনি, প্রয়াত র‍্যাংগস ওয়াটারফ্রন্ট এ্যাপার্টমেন্ট নং-ই-৭, রোড নং-১৫. বাড়ী নং-১, গুলশান, ঢাকা তাঁর প্রয়াত স্ত্রী ও অত্র কলেজের প্রাক্তন প্রভাষক মরহুম গুলশান আরা বেগম এর স্মৃতি রক্ষার্থে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের ছাত্রীদের জন্য "গুলশান আরা বেগম স্মৃতি তহবিল" নামে একটি বৃত্তি চালু করেন।

বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্র সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। এইচ, এস, সি ১ম বর্ষের আন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মানবিক বিভাগে সর্বোচ্চ/জিপিএ অর্থনীতিসহ অর্জনকারী ছাত্রী বিবেচিত হবে। ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত হতে হবে।

২। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অনার্স ২য় বর্ষের পরীক্ষায় অর্থনীতিসহ ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগে অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ অর্জনকারী ছাত্রী বিবেচিত হবে। ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্র কলেজের ৩য় বর্ষে অবশ্যই অধ্যয়নরত হতে হবে।

৩। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অনার্স ২য় বর্ষের পরীক্ষায় সমাজকর্ম বিভাগে অর্থনীতিসহ অত্র কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জিপিএ/নম্বর অর্জনকারী ছাত্রী বিবেচিত হবে। ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্র কলেজের ৩য় বর্ষে অবশ্যই অধ্যয়নরত হতে হবে।

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ

পরীক্ষার নিয়মাবলী

পাঠ-পরিকল্পনার পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। টিউটোরিয়াল/ব্যবহারিক-সহ সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহন বাধ্যতামূলক।

সকল পরীক্ষার গড় নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হবে।

একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তিত হতে পারে।

ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি

টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় সকল ছাত্রীকে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রতি শ্রেণি/বর্ষে অনুষ্ঠিত টিউটোরিয়াল/ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর সেমিস্টার পরীক্ষার নম্বরের সাথে যোগ করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষা বোর্ডের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী (প্রত্যেক বিষয়ে ১ম ও ২য় পত্র) অনুষ্ঠিত হবে।

বোর্ড প্রদত্ত গ্রেড বিন্যাস

গ্রেড	নম্বর ব্যবধান	গ্রেড পয়েন্ট	গ্রেড	নম্বর ব্যবধান	গ্রেড পয়েন্ট	গ্রেড	নম্বর ব্যবধান	গ্রেড পয়েন্ট
A+	৮০-১০০	৫	A-	৬০-৬৯	৩.৫	C	৪০-৪৯	২
A	৭০-৭৯	৪	B	৫০-৫৯	৩	D	৩৩-৩৯	১
			F	০০-৩২	০			

বিঃদ্রঃ কোভিড-১৯ এর কারনে পরীক্ষার সময়সূচী পরবর্তীতে জানানো হবে।

সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ

ছাত্রীদের অনুসরণীয়

একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর পরিচয় কেবল তার ভালো ফলাফলেই নয়, সামগ্রিক আচার-আচরণ ও নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার উপরেও নির্ভর করে। তাই ছাত্রীকে নিম্নোক্ত আচরণ বিধি ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।

১। একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদেরকে সকাল ৮.০০টার পূর্বে ও দ্বাদশ শ্রেনীর ছাত্রীদের দুপুর ১২.০০ টার মধ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্লাসে অবস্থান করতে হবে।

২। ইউনিফর্ম ছাড়া কোন ছাত্রী কলেজে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩। কলেজ চলাকালীন কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সার্বক্ষণিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষক জনাব জাফিয়া আক্তার এর সাথে শরীর চর্চা শিক্ষকের কক্ষে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে।

৪। প্রত্যেক ছাত্রীকে পড়াশুনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে রিপোর্ট কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পরামর্শ নিতে হবে। ছাত্রীর বর্তমান ঠিকানা, অভিভাবকের স্বাক্ষর, ফোন নম্বর এবং ছাত্রীর ছবি জমা দিতে হবে। ঠিকানা ও ফোন নম্বর পরিবর্তন করলে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট কার্ডের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে জানতে হবে।

৫। কোন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকা যাবে না। ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে প্রতিদিনের জন্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হিসেবে জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।

৬। অসুস্থতা জনিত কারনে অনুপস্থিত ছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট কার্ডের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের নিকট থেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বা সার্টিফিকেট সহকারে আবেদন পত্র অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। এবং উক্ত আবেদন পত্র পরবর্তী প্রত্যেক ক্লাশে শিক্ষককে অবগত করে অনুপস্থিতি রেকর্ড করতে হবে।

৭। কোন ছাত্রী ৭৫% এর কম উপস্থিত থাকলে তাকে সেমিস্টার পরীক্ষার জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে না এবং এ্যাডমিট কার্ড প্রদান করা হবে না।

৮। কলেজ ক্যাম্পাসে কোন ছাত্রী মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে না।

৯। অভ্যন্তরীন সকল পরীক্ষার (টিউটোরিয়াল পরীক্ষা, ১ম সেমিস্টার, ২য় সেমিস্টার) গড় নম্বরের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ করা হবে এবং প্রাক নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষার গড় নম্বরের ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হবে।

১০। কলেজের শৃঙ্খলা বহির্ভূত কোন আচরণ প্রতীয়মান হলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।